

344118 - ইসলামে নারী জাতি কি অসম্মানতি?

প্রশ্ন

আল্লাহর বাণী: **الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** এবং তাঁর বাণী: **أَزْوَاجُكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً**

এবং তার বাণী: **أَمَدَّكُمْ بِأَنفُسِكُمْ وَبَنِينَ** এবং নবীজীর সুন্নাহ 'আমরাই অধিকাংশ জাহান্নামবাসী' দিয়ে নারীকে অসম্মান করা ও ছোট করার পক্ষে দলীল দায়ের হুকুম কী? আমি মিয়েদেরে পছন্দ করতাম। এখন আমি মিয়েদেরে প্রশংসা করতে ভয় করি এই আশঙ্কায় যে এটাকরলে আমি আল্লাহর শরীয়তের খলোফ কছি করে ফলেব। এমনকি আমি এখন আয়াতেরে বপিরীতে যাওয়ার আশঙ্কায় নারীদেরকে তাচ্ছল্য করি। অথচ আমি নিজিহে নারী। আগতে আমার ভাইয়েরে ছোট ময়েদেদেরকে ভালোবাসতাম এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করতে ভালো লাগত। এখন আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই এই আশঙ্কায় যে তাদেরকে দুনিয়াবী জীবনেরে শোভা হিসেবে গণ্য করছি কিনি। আল্লাহ তাআলা তদো শুধু ছলে সন্তানদেরকে শোভা হিসেবে খাস করছেনে। আল্লাহর বাণী “আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানতি করছি” এটিকি নারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে? আয়াতেরে **بَنِي** (ছলেরো) শব্দটিকি **أَوْ** (সন্তানরো)-এর মতোই নারী-পুরুষ উভয় শ্রণীকে অন্তর্ভুক্ত করে? নাকি **بَنِينَ** ও **بَنُونَ** -এর মতো কেবল পুরুষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

১. ইসলামী নারী অসম্মানতি নয়।
২. কুরআনের আয়াতে ছলে সন্তানকে শোভা বলা হয়েছে মানুষেরে বাস্তব অবস্থা জ্ঞাপন হিসেবে। এখানে ছলে সন্তান নিয়ে গর্ব করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়নি। ময়েদেদেরকে বাদ দিয়ে কেবল ছলেদেরকে ভালোবাসতে বলা হয়নি।
৩. ময়েদে সন্তানদেরে অবমাননা করা জাহলী যুগেরে মানুষেরে চরিত্র; এটি মুসলিমদেরে চরিত্র নয়।
৪. আল্লাহ বনী আদমকে সম্মানতি করার মধ্যে পুরুষদেরে পাশাপাশি নারীরাও অন্তর্ভুক্ত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সম্মানতি বোন, প্রশ্নে নারীদেরে অবমাননা করা ও তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করা প্রশংগে যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

এক:

কুরআনে ছলেদেরকে দুনিয়ার জীবনরে শোভা হিসেবে উল্লেখ করা

কুরআনের আয়াতে ছলে সন্তানদেরকে দুনিয়ার শোভা হিসেবে উল্লেখ করার যে বিবরণ এসেছে সেটি মানুষের বাস্তব অবস্থার বিবরণ; কোনো নরিদশে নয়। সাধারণত মানুষজন বিভিন্ন মজলসিে নজি্রে ছলে সন্তানদেরে নিয়ে গর্ব করে যারা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। আল্লাহ কাফরেদেরকে এই বৃহৎ নিয়ামতরে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর বনিমিয়ে আল্লাহর শোকর করা এবং কুফরী না করার আবশ্যকতার কথা ব্যক্ত করছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِالنِّعْمَةِ اللّٰهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“আল্লাহ তমোদরে জন্ম তমোদরে নজিদেরে থেকেই স্ত্রীদরেকে তরৈকিরছেন, তমোদরে স্ত্রীদরে থেকে পুত্র-পটৌত্রদরে সৃষ্টিকিরছেন এবং তমোদরেকে উত্তম জীবকি দান করছেন। তা সত্বেও কিতমেরা বাতলি (মথিয়া দবে-দবৌতে) বশ্বাস করবে? (আসলে) তারা আল্লাহর নয়ামত অস্বীকার করে।”[সূরা নাহল: ৭২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“ধন-সম্পদ ও সন্তানরো হলো পার্থবি জীবনরে (অস্থায়ী) শোভা। পক্ষ্যান্তরে, স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তমোর রবরে কাছ পুরস্কার হিসেবেও সরো এবং আশার বস্তু হিসেবেও সরো।”[সূরা কাহফ: ৪৬]

আল্লাহ তাআলা হুদ আলাইহিসি সালাম কর্তৃক নজি সম্প্রদায়কে দাওয়াত দেওয়ার বিবরণ উল্লেখ করেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

“তমেরা বরং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ভয় করো তাকে যনিতমোদরকে সেই সব জনিসি দ্বারা সাহায্য করছেন যা তমেরা জানো। তনিতমোদরেকে সাহায্য করছেন পশু-সম্পদ ও পুত্রদরে দ্বারা এবং বাগান ও ঝরনা দ্বারা। আমি তমোদরে জন্ম এক ভয়ানক দনিরে শাস্তরি আশঙ্কা করি।”[সূরা শূআরা: ১৩১-১৩৫]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহু তাআলা বলেন: “অর্থ-সম্পদ ও ছলে সন্তান দুনিয়ার জীবনরে শোভা।” ... আল্লাহ এখানে ময়েদেরে পরবির্তে ছলেদেরে উল্লেখ করছেন কেনো স্বভাবতঃ মানুষ ছলেদেরে নিয়ে গর্ব করে। জাহলৌ যুগে

নারীরা সবচেয়ে বেশি অবমাননার শিকার ছিল, যমেনটি আল্লাহ বলেন: “তাদের কাউকে যখন ময়ে সন্তানরে সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চহোরা কালো হয়ে যায়; আর সে ক্ষুব্ধ হয়।” অর্থাৎ তার চহোরা কালো হয়ে যায় এবং অন্তর ক্রোধে পরপূর্ণ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘দুনিয়ার জীবনরে শোভা’ অর্থাৎ মানুষ এ দিয়ে জটীল ধারণ করে। অর্থাৎ সে জটীল দেখে যত তার ছলে আছে। ধরুন আপনি একজন মহেমানরে কদরকারী মানুষ। আপনার দশজন ছলে আছে। তারা অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। আপনি অনুভব করবনে যে, এটি খুবই আনন্দদায়ক, জটীল ধারণে পরিচয়ক। অনুরূপভাবে ধরুন আপনি ঘোড়ায় চড়েছেন, আর আপনার ডান, বাম, পছন ও সামনে থেকে এই ছলেগুলো আপনাকে ঘিরে রেখেছে। এতে আপনি ব্যাপক জটীল অনুভব করবনে। ... [সূরা কাহফেরে তাফসীর (পৃ. ৭৮-৭৯)]

সারকথা হলো এই আয়াতটি বান্দাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের বিবরণ। এখানে ময়েদেরে পরিবর্তে কেবল ছলে সন্তান নিয়ে গর্ব করার কোনও নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

দুই:

ময়েদেরে প্রতি অনুগ্রহ করা ও সদাচরণ করার নির্দেশে নিয়ে এসেছে ইসলাম

ময়ে সন্তানদের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও উত্তম আচরণ করা একজন মুসলমিরে উপর ওয়াজবি। শরীয়ত তাকে এ নির্দেশেই দিয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেন: এক মহিলা দুইটি শিশু কন্যা সঙ্গে করে আমার কাছে এসে কিছু চাইলো। আমার কাছে একটি খজুর ছাড়া অন্য কিছু পলে না। আমি তাকে সেটি দিলাম। মহিলাটি খজুরটি দুই ভাগ করে দুই কন্যাকে দিয়ে দিল। এরপর মহিলাটি উঠে চলে গেল। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলে আমি তাঁর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন: “যে ব্যক্তি এমন কন্যা সন্তানদেরে অভিব্যক্ত পয়ে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এ কন্যার তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে আড়াল হবে।” [হাদীসটি বুখারী (৫৯৯৫) ও মুসলিম (২৬২৯) বর্ণনা করেন]

আনাস ইবনে মালকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি দুটি কন্যাকে সাবালকা হওয়া পর্যন্ত তাদের লালন-পালন করবে, কয়ামতের দিন আমি ও সে পাশাপাশি আসব। তিনি তাঁর আঙুলগুলোকে জড়ো করে (দেখালেন)।” [হাদীসটি মুসলিম (২৬৩১) বর্ণনা করেন]

এই মরমে জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি

তনিটা ময়ে সন্তান রয়েছে সে তাদরেক নরিপদ আবাস দেয়, তাদরে প্রতি অনুগ্রহ করে এবং তাদরে ভরণপোষণ দেয়; তার জন্য নশ্চিতিভাবে জান্নাত আবশ্যক হবে। বলা হলো, আল্লাহর রাসূল, যদি দুইজন হয়? তিনি বললেন: যদি দুজনও হয়। উপস্থিতি লোকদের কটে কটে মনে করলে যে, যদি তাকে একজনরে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হত তিনি বলতেন: একজন হলো। [হাদীসটি ইমাম আহমদ ‘মুসনাদ’ (২২/১৫০) গ্রন্থে বর্ণনা করেন। মুসনাদরে মুহাক্ককিরা একে সহহি বলে গণ্য করেন। শাইখ আলবানী সলিসলিহ সহহিহ (৬/৩৯৭) গ্রন্থে এটিকে উল্লেখ করেন]

আল্লাহ আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম এক আদর্শ রয়েছে; (কেবল) তার জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের (সাক্ষাতের) আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে।” [সূরা আহযাব: ২১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ময়েকে ভালোবাসতেন এবং তার প্রতিদয়ার্দ্র ছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়শো (রাঃ) বলেন: একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল স্ত্রী তাঁর কাছে উপস্থিতি ছিলাম। তাঁদের মধ্যে কটে অনুপস্থিতি ছিল না। তখন ফাতমা হুঁটে হুঁটে আসছিলেন। আল্লাহর শপথ! তার হাঁটার ধরণ যেন একবোরের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁটার মত। যখন তিনি তাকে দেখলেন তখনই তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, ‘আমার ময়ে! তোমাকে স্বাগতম।’ তারপর তিনি তাকে তাঁর ডান পাশে অথবা বাম পাশে বসালেন।... [হাদীসটি বুখারী (৬২৮৫) ও মুসলিম (২৪৫০) বর্ণনা করেন]

তরিমযীর (৩৮৭২) বর্ণনায় আছে: আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বাহ্যিক বেশভূষা, চালচলন ও জীবনাদর্শে তাঁর কন্যা ফাতমা থেকে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। আয়শা আরও বলেন: ‘ফাতমা যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতেন তখনই তিনি উঠে ফাতমাকে গ্রহণ করতেন, তাকে চুমু দতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে গেলে ফাতমাও উঠে তাঁকে গ্রহণ করতেন, তাঁকে (পতিকে) চুমু দতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন।...’ [তরিমযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ ও এই সূত্র থেকে গরীব। উক্ত হাদীসটি আয়শো থেকে অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে]

মসিওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “ফাতমো আমার টুকা। তাকে যে রাগাল সে আমাকেই রাগাল।” [হাদীসটি বুখারী (৩৭১৪) ও মুসলিম (২৪৪৯) বর্ণনা করেন]

ময়েদেরকে অবমাননা করা জাহলৌ যুগরে মানুষের চরিত্র

ময়েদেরকে অবমাননা করা জাহলৌ যুগরে লোকদের চরিত্র। এটি মুসলিমদের চরিত্র নয়। ইবনুল কাইয়িমি রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“আসমান ও যমনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা নঃসন্তান রাখেন। নশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।”

... আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন তিনি স্বামী-স্ত্রীর জন্য যে সন্তান তিনি নির্ধারণ করছেন তা তাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহর অসন্তোষ পাওয়ার জন্য বান্দার এতটুকুই যথেষ্ট যে তাকে আল্লাহ যা দান করছেন তাতে সে নাখোশ থাকে।

আল্লাহ শুরু করছেন ময়ে সন্তানকে উল্লখে করার মাধ্যমে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ময়ে সন্তানের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করা জাহলৌ চরিত্র, যা আচরণে নিন্দা করে আল্লাহ বলছেন:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ দেওয়া হয় তখন তার চহোরা কালো (মলনি) হয়ে যায় এবং সে ভরাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তারই গ্লানিতে সে লোকদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে আর ভাবে, সে কি লাঞ্ছনা নিয়ে তাকে রেখে দিবে; নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জনে রাখ! তারা যে বচির করে তা অত্যান্ত জঘন্য।”

তিনি আরো বলেন:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

“তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ দেওয়া হয় তখন তার চহোরা কালো (মলনি) হয়ে যায় এবং সে ভরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।



সত্ৰীদরে ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছুকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ এর মধ্যম্বে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।”

অনুরূপভাবে ময়েদেদে মাঝে হয়তো বান্দার জন্য দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ রয়েছে। তাদেরকে অপছন্দ করার খাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে আল্লাহ তার বান্দার জন্য যা পছন্দ করছেন ও যা দান করছেন বান্দা সটোকে অপছন্দ করা।

সালহে ইবনে আহমদ বলেন: আমার বাবার ময়ে সন্তান হলে তিনি বলতেন: নবীরা ছিলেন ময়ে সন্তানদের বাবা।

ইয়াকুব ইবনে বাখতান বলেন: আমার সাতটা ময়ে সন্তান হয়। আমার যতবার ময়ে হত, ততবার আমি আহমদ ইবনে হাম্বলরে কাছে যেতাম। তিনি আমাকে বলতেন: ‘আবু ইউসুফ, নবীরা ময়ে সন্তানদের বাবা। তার কথা আমার দুঃশ্চিন্তা দূর করে দিত।’[তুহফাতুল মাওদূদ (পৃ. ২৪-৩১)]

আল্লাহ তাআলা সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করার নরিদশে দিয়েছেন।

নু’মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো।”[হাদীসটি বুখারী (২৫৮৭) ও মুসলিম (২৫৮৭) বর্ণনা করেন]

কছু আলমে মনে করেন যে চুম্বনের ক্ষেত্রেও সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখতে হবে। একজনে চুম্বন করলে বাকি ছলে-ময়ে উভয় সন্তানকে চুম্বন করতে হবে। তরিমযী রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘কছু কছু আলমে এই মত অনুসারে আমল করেন। তারা মনে করেন যে সন্তানদের মাঝে সমতা করা মুস্তাহাব। এমনকি কটে তো এটাও বলছেন যে: চুম্বনের ক্ষেত্রেও সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখতে হবে। কটে বলেন: সন্তানদেরকে কছু দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ ছলে-ময়ে এক্ষেত্রে সমান।[সুনানুত তরিমযী (৩/৬৪০) থেকে সমাপ্ত]

সুতরাং ময়ে সন্তানদের বাদ দিয়ে শুধু ছলে সন্তানদের চুম্বন করা, তাদেরকে ভালোবাসা ও তাদের প্রতি সদাচরণ করা যুলুম, ইনসাফ নয়।

তনি:

“আমি তোমাদেরকে সর্বাধিক জাহান্নামবাসী দেখেছি” হাদীসটির মর্ম

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে অধিকাংশ জাহান্নামবাসী নারী। এর সাথে তাদেরকে ভালো না বাসার কথিবা তাদেরকে জন্ম দেওয়া অপছন্দ করার কোনো সম্পর্ক নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীস নারী সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন তাদেরকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য; তাদেরকে নিন্দা করার উদ্দেশ্যে নয়।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “হে নারী সম্প্রদায়, তোমরা দান করো। কারণ আমি তোমাদেরকে বেশি জাহান্নামবাসী দেখেছি।”

তারা বলল: “কী কারণে হে আল্লাহর রাসূল?”

তিনি বললেন: “কারণ তোমরা বেশি অভিশাপ দাও এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা করো। হে নারী জাতি! বুদ্ধিও দ্বীনদারি কমতী থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসত্য পুরুষের বুদ্ধিহরণে তোমাদের চোখে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি।” [হাদীসটি বুখারী (১৪৬২) ও মুসলিম (৮০) বর্ণনা করেন]

নারী যদি নিকে কাজ করে তাহলে সে পুরুষের মতোই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্য

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“ঈমানদার অবস্থায় যে পুরুষ কথিবা নারী সৎকাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবশে করবে। তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবচির করা হবে না।” [সূরা নসি: ১২৪]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তাকে আমি উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের শ্রমের কাজের পুরস্কার দেব।” [সূরা নাহল: ৯৭]

আল্লাহ বনী আদমকে সম্মানিত করা কী নারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে?

আল্লাহর এই বাণী:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“অবশ্যই আমি বনী আদমকে সম্মানতি করছি, তাদেরকে স্থলে ও সাগরে চলাচলরে বাহন দিচ্ছি, উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি থেকে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করছি এবং আমি আরও যাদেরকে সৃষ্টি করছি তাদের অনেকে উপর তাদেরকে অধিক মর্যাদা দিচ্ছি।” [সূরা ইসরা: ৭০]

এই সম্মানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: **إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ** “নারীরা পুরুষদের মতোই।” [হাদীসটি আবু দাউদ (২৩৬) ও তিরমিযী (১১৩) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সলিসলিাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ (৬/৮৬০) গ্রন্থে এটিকে সহহি বলে গণ্য করেন]

খাত্তাবী রাহমাহুল্লাহু তাআলা বলেন:

‘রাসূলে বক্তব্য ‘নারীরা পুরুষদের মতোই’ অর্থাৎ স্বভাব-চরিত্রেরে তাদের অনুরূপ; যেন তাদেরকে পুরুষদের থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

উক্ত হাদিস থেকে প্রাপ্ত ফকিহ হচ্ছ: কয়স সাব্যস্ত করা, সদৃশকে সদৃশেরে হুকুমেরে অধিভুক্ত করা। বক্তব্য যদি পুরুষকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়, এর মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত। তবে যে সমস্ত বিশেষ স্থানে পুরুষদের বিশেষত্বেরে পক্ষ্যে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলো ছাড়া।’ [মা’আলমুস সুনা (১/৭৯) থেকে সমাপ্ত]

ইসলামে সম্মানের ভিত্তি হচ্ছ- তাকওয়া; পুরুষ হওয়া নয়। যে ব্যক্তি যত তাকওয়াবান, সে আল্লাহ তাআলার কাছে ততই সম্মানতি।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“হে মানুষেরো! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে পরণিত করছি, যাতো তোমরা পরস্পর পরচিতি হতে পার। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী, সে-ই তোমাদের সবার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন। নশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্জ্বালী, সর্বজ্ঞ।” [সূরা হুজুরাত: ১৩]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কে সর্বাধিক সম্মানতি? তিনি বললেন: “যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।” [হাদীসটি বুখারী (৩৩৫৩) ও মুসলিম (২৩৭৮)



বর্ণনা করনে]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।